



113385 - বশেঁ সওয়াব পাওয়ার জন্য ইবাদতরে কষ্টকর অবস্থাকে লক্ষ্য বানানো শরিয়তসম্মত নয়

প্রশ্ন

যে কোন ইবাদতরে কষ্টেরে বশেঁ সওয়াব পাওয়ার জন্য কষ্টকর অবস্থাকে বছে নয়ো কি ব্যক্তির জন্য শরিয়তসম্মত? যমেন- গরম পানি থাকা সত্বেও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে অজু করা কথিবা নকিটে মসজদি থাকা সত্বেও দূররে মসজদি যাওয়া। কারণ আমি ইমাম শাতবেরি ‘আল-মুওয়াফাকাত’ কতিব পড়েছি যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্টটাকে খুঁজে বড়ায় সে সওয়াব পাবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তি যদি কষ্টকর অবস্থাকে তার লক্ষ্য বানায় এতে করে তিনি কোন সওয়াব পাবেন না। বরং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কষ্ট হয় সজেন্য তিনি সওয়াব পাবেন। কেননা, কষ্টটা কষ্ট হিসেবে ঈপ্সতি নয়।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন তাঁর রচতি ‘কাওয়ায়েদে’ বিষয়ক পংক্তিগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এটি যখন সিদ্ধান্ত হল যে, শরিয়ত কষ্টকে কষ্ট হিসেবে লক্ষ্যস্থল বানায়নি। তাই কোন আমল যদি কষ্ট ছাড়া পালন করা যায় সক্ষেত্রে আমাদের উচিত কষ্টকে নির্বাচন না করা। যদি কষ্টকে টার্গেট করা হয় সটো শরিয়তসম্মত হবে না। এর উদাহরণ হচ্ছে- কটে একজন বলল যে আমি পায়ের হটে হজ্জ আদায় করব; যাতে আমার হজ্জ করতে কষ্ট হয় এবং সওয়াব বশেঁ হয়। তাকে বলা হবে: কষ্টকে লক্ষ্য বানানো শরিয়তসম্মত নয়। কেননা শরিয়তপ্রণতো কষ্টকে লক্ষ্যস্থল করেননি। তাই আপনি আপনার এ কর্মের মাধ্যমে শরিয়তপ্রণতোর উদ্দেশ্যেরে বিপরীত করছেন।

যদি কটে বলবে যে, হাদসি এসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “কষ্ট অনুপাতে আপনি সওয়াব পাবেন” তাকে বলা হবে: এ হাদসি যে কষ্টেরে কথা এসছে সটো মুকাল্লাফেরে স্ব-প্রণোদতি কষ্ট নয়। বরং হাদসিরে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই কষ্ট যটো ইবাদত পালনে ঘটবে থাকবে; মুকাল্লাফেরে স্বচ্ছায় উদ্দেশ্যকৃত নয়। [সমাপ্ত]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

কটে অপবিত্রতা থেকে গোসল করার সময় কোন ধরণের পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব? ঠাণ্ডা পানি নাকি গরম পানি?



জবাবে তারা বলেন: সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষতি হোক তাঁর রাসুলের উপর, রাসুলের পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের উপর...। পর সমাচার:

মুসলিম তার কল্যাণের দিক বিবেচনা করে ঠাণ্ডা কথিবা গরম পানি ব্যবহার করবে। এ বিষয়টি প্রশস্ত। আল্লাহর দ্বীন সহজ। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না”

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি কুযুদ।

[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (৫/৩২৮)]

আল্লাহই ভাল জানেন।